হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর মাধ্যমে প্রকাশিত কতিপয় নিদর্শন

—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

আল্লাহ্‌তা'লা আলেমুল গায়েব । তিনি প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয় সম্বন্ধে সম্যক অবহিত । মনোনীতগণের নিকট তিনি তাঁর গুপ্ত রহস্যাবলী প্রকাশ করেন— ওহী- ইলহাম, কাশ্‌ফ- ইল্‌কা এবং রূইয়া- সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে । নবী রসূলগণের উপর তাঁর এই নেয়ামত বহুলাকারে প্রকাশিত হয় । কখনও তাঁদের দোয়ার ফলশ্রুতি হিসেবে, আর কখনও আল্লাহ্‌তা'লার মহান নিদর্শন প্রকাশার্থে । আল্লাহ্ কর্তৃক ইহা স্বাভাবিক এবং চিরাচরিত বিধিবদ্ধ নিয়ম । তাই পাক কুরআনে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন— عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ۝ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ۝ অর্থাৎ "তিনিই অদৃশ্য বিষয়ের পরিজ্ঞাতা, অতএব তিনি কারও উপর অদৃশ্য বিষয়াদি বহুল পরিমাণে প্রকাশ করেন না, কিন্তু এমন রসূল ছাড়া যাকে তিনি মনোনীত করেন"----। (সূরা জিন্ন ঃ ২৭-২৮ আয়াত)

আল্লাহ্‌তা'লার মনোনীতগণের মাধ্যমে দুই প্রকার ঐশী নিদর্শন প্রকাশিত হয়ে থাকে, কতকের সম্পর্ক নৈসর্গিক জগতের সঙ্গে এবং কতকের সম্পর্ক আত্মিক বা ধর্মীয় জগতের সঙ্গে । হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী, মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর মাধ্যমে এই উভয় প্রকার নিদর্শনই প্রকাশিত হয়েছিল । মহান আল্লাহ্‌তালা তাঁকে দশ হাজারেরও অধিক ঐশী নিদর্শন লাভের সৌভাগ্য দান করেছিলেন । এ নিদর্শন কতক তাঁর জীবদ্দশায় পূর্ণ হয়েছে এবং কতক তাঁর মৃত্যুর পর পূর্ণ হয়েছে এবং অন্য কতক প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে । এর কয়েকটি বিশেষ বিশেষ নিদর্শন নিম্নে আলোচনা করছি ।

(১) আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) তাঁর মাহ্‌দীর সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ বলেছিলেন— "আমাদের মাহ্‌দীর জন্যে দু'টি নিদর্শন আছে । যদবধি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে এ রকম নিদর্শন কোন দাবীকারকের জন্যে প্রকাশিত হয়নি । এ নিদর্শন দু'টি হলো, একই রমযান মাসে (চন্দ্র-গ্রহণের তারিখগুলোর মধ্যে) প্রথম তারিখে চন্দ্র-গ্রহণ (অর্থাৎ ১৩ তারিখে) এবং (সূর্য-গ্রহণের তারিখগুলোর মধ্যে) মধ্যম তারিখে (অর্থাৎ ২৮ তারিখে) সূর্য-গ্রহণ হবে" (দার-কুৎনী, ১৮৮ পৃষ্ঠা, রেওয়ায়াতকারীঃ হযরত ইমাম বাকের-রহঃ)। হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (আঃ) ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের মে-জুন মাসের দিকে ইমাম মাহ্‌দী হওয়ার দাবী করলে ওলামায়ে কেরাম চন্দ্র-গ্রহণ সূর্য-গ্রহণের নিদর্শনের দাবী উত্থাপন করেন।হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অবগত হয়ে ঘোষণা করেন যে, অচিরেই সেই নিদর্শন দেখানো হবে । আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধের মানুষ এই নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলঃ ১৩১১ হিজরীর রমযান মাস মোতাবেক ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিলে চন্দ্র-গ্রহণ এবং ২১শে এপ্রিলে সূর্য-গ্রহণ (পাইওনিয়ার ও সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট, ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ)। অনুরূপভাবে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম গোলার্ধের জন্যেও এই গ্রহণদ্বয় প্রদর্শিত হয়ে তাদের জন্যে হুজ্জত প্রতিষ্ঠিত হয় । কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সময়ে 'চন্দ্র দিখণ্ডিত' হওয়ার নিদর্শনের মত বিরুদ্ধবাদীগণ এত বড় একটা নিদর্শনকেও অস্বীকার করল নানা টাল বাহানায় । এ নিদর্শনের মধ্যে হযরত মির্যা সাহেবের (আঃ) কোন হাত ছিল না এবং এ নিদর্শনকে সামনে রেখে আজ পর্যন্ত অন্য কোন মাহ্‌দীর দাবীকারকও হয়নি । সুতরাং এ নিদর্শন যে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর সত্য মাহ্‌দীর জন্য প্রদর্শন করেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না ।

(২) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নিকট ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী ইলহাম হয়— "পহেলে বাঙ্গালা কি নিসবৎ জো হুকুম জারী কেয়া গেয়া থা আব উন কি দিলজোয়ী হোগী"–অর্থাৎ "প্রথমে বাংলা সম্বন্ধে যে আদেশ জারী করা হয়েছিল এখন তাদের অন্তর জয় করা হবে" (বদর পত্রিকার ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারীর সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

১৯০৫ সনে বৃটিশ ভাইসরয় লর্ড কার্জন তদানিন্তন বঙ্গদেশকে "পূর্ব বাংলা" এবং "পশ্চিম বাংলা" এই দুই দেশে বিভক্ত করেন । যেহেতু এই আদেশ দ্বারা হিন্দুদের স্বার্থ বিশেষভাবে ক্ষুণ্ন হচ্ছিল তাই তারা এই আদেশ রহিত করার জন্যে খুব আন্দোলন করল, কিন্তু ফল হলো না । ১৯১১ সনে রাজা পঞ্চম জর্জ তাঁর অভিষেক উপলক্ষ্যে ভারত সফরে আসেন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাঙ্গালীদের মন জয় করার জন্যে বঙ্গভঙ্গ আদেশ রহিত করেন । এইভাবে মহান

আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর মসীহ্ ও মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতার নিদর্শন হিসাবে অসম্ভব ঘটনাকে সম্ভব করে দেখালেন যা তিনি পূর্বাহ্নেই তাঁর প্রিয় মাহ্‌দীকে অবহিত করেছিলেন । এখানে উল্লেখ থাকে যে, রহিতাদেশের মধ্যে 'দিল জোয়ী' কথাটারও উল্লেখ ছিল ।

(৩) হাদীস শরীফে প্রতিশ্রুত মসীহ্ সম্বন্ধে বলা হয়েছিল ঃ 'ইয়াতাযাওয়াজু ওয়া ইউলাদু লাহ' অর্থাৎ তিনি বিয়ে করবেন এবং তাঁর সন্তান হবে (মেশকাত, বাবু নুযুলে ঈসা-আঃ)। বিয়ে করা এবং সন্তান হওয়া একটা স্বাভাবিক ব্যাপার । নিছক এ অর্থে ভবিষ্যদ্বাণী করা অর্থহীন । সুতরাং বুযুর্গান এর অর্থ নিয়েছেন যে, তিনি এক বিশেষ বিয়ে করবেন এবং তাঁর মাধ্যমে তাঁর এক বিশেষ সন্তান হবে যার মাধ্যমে ইসলামের শান ও শওকত বৃদ্ধি পাবে ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশ মোতাবেক দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত মীর পরিবারের হযরত সাইয়েদা নুসরৎ জাঁহা বেগম সাহেবাকে বিয়ে করেন । আল্লাহ্‌তা'লা হুযূর (আঃ)-কে এই স্ত্রীর গর্ভে ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে এক মহান পুত্র সন্তান দান করেন যার নাম হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ)। এখানে প্রকাশ থাকে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে এক ইশ্‌তেহার মারফত ঘোষণা করেন তাঁর এই প্রতিশ্রুত পুত্রের কথা (তাযকেরা, ১৪১ পৃষ্ঠা, প্রথম সংস্করণ)। প্রবন্ধের কলেবর যাতে বৃদ্ধি না হয় সেজন্যে মূল ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হলাম । হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহ্‌মুদ আহমদ (রাঃ) ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী প্রথম নিজেকে 'মুসলেহ মাওউদ' অর্থাৎ সেই প্রতিশ্রুত মহান সংস্কারক বলে ঘোষণা করেন । তাঁর বিরাট কর্মময় জীবন এবং ইসলামের জন্যে শান-শওকতপূর্ণ খেদমত দেখে একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত মহানপুত্র যাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর জন্মের অনেক পূর্বেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে খবর দিয়েছিলেন ।

(৪) পেশওয়ার নিবাসী পণ্ডিত লেখরাম আর্য সমাজীদের একজন বিশিষ্ট নেতা । সে সর্বদা নবী-সম্রাট হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-কে অপমান ও অপদস্থ করতে চেষ্টা করত এবং তাঁকে গাল-মন্দ করত । হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাকে বহুবার বুঝালেন এবং এ থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন । এ উপদেশে তার চেতনার উদয় হলো না । পরিশেষে তিনি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী দু'টি ফার্শী বয়াতের মাধ্যমে তাকে সর্তক করে দেন ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অবহিত হয়ে 'তবলীগে রেসালতের' ৩য় খণ্ডে লেখেন— "আজ ১৮৯৩ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী হতে ৬ বৎসরের মধ্যে এ ব্যক্তি তার মন্দ ভাষা প্রয়োগ এবং আঁ-হযরত (সাঃ) সম্পর্কে সে যে সকল বেয়াদবী করেছে তার শাস্তি স্বরূপ ভীষণ আযাবে পতিত হবে ।" কিন্তু এই সতর্কবাণী থেকেও সে উপকৃত হলো না । সে তার মন্দ কাজে লিপ্ত থাকলো এবং আরও এক পা অগ্রসর হলো । হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ২রা এপ্রিল ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে এক ইশ্‌তেহার মারফত তাঁর এক কাশ্‌ফ ঘোষণা করেন যে, লেখরামের শাস্তি আসন্ন।১৮৯৩ সনে তাঁর লেখা "কেরামাতুস সাদেকীন" গ্রন্থে লেখরামের মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর উপর নাযেলকৃত আর একটা আরবী ইলহাম মারফত জানানো হয়, যার অর্থ–"শীঘ্রই তুমি সেই ঈদের দিনের পরিচয় লাভ করবে এবং প্রকৃত ঈদের দিনও সেই ঈদের নিকটবর্তী হবে' ।

পণ্ডিত লেখরাম এই সতর্ক বাণীরও কোন পরওয়া না করে তার 'তাকযিবে বরাহীনে আহ্‌মদীয়া' নামক গ্রন্থের ৩১১ পৃষ্ঠায় এক পাল্টা ভবিষ্যদ্বাণী করে এবং বলে— 'এ ব্যক্তি (অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ) ৩ বছরের মধ্যে ওলাউঠা রোগে মৃত্যুবরণ করবে,কারণ সে ঘোর মিথ্যাবাদী' । সে আরও বলে যে, তার ভগবান তাকে জানিয়েছেন যে, তিন বৎসরের মধ্যে এর পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং তার সন্তানদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না ।

কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ঈদুল ফেতরের দিবস সংলগ্ন পর দিবস ৬ই মার্চ শনিবারে মানব মূর্তিধারী এক ফিরিশ্‌তার হাতে অলৌকিকভাবে লেখরাম মৃত্যুমুখে পতিত হয় । অতঃপর লেখরামের মৃত্যু নিয়ে তুমুল হৈচৈ হয় । হযরত মির্যা সাহেব (আঃ)-এর বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা হয় । কিন্তু আজ পর্যন্ত লেখরামের মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে কেউ কিছু বের করতে সক্ষম হয়নি । আর কোন দিন সক্ষম হবেও না ।

(৫) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী এক কাশ্‌ফে দেখেন— খোদাতা'লার ফিরিশ্‌তাগণ পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে কাল রঙ্গের গাছ লাগাচ্ছেন এবং ঐ গাছগুলো দেখতে ছিল কদাকার, বিশ্রী, কৃষ্ণ বর্ণের, ভয়ঙ্কর এবং ক্ষুদ্রাকৃতির" (তাযকেরা, ৩১৯ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় সংস্করণ)। এরপর হুযুর (আঃ) বলেন "আমি রোপণকারীগণের

নিকট জিজ্ঞেস করলাম, "কি গাছ ?" তারা বললেন, "ইহা প্লেগের গাছ যা অদূর ভবিষ্যতে দেশে ছড়িয়ে পড়বে" (তাযকেরা ৩১৯ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় সংস্করণ)।

তিনি ঐদিনই ইশ্‌তেহার মারফত সকলকে এ সংবাদ জানিয়ে দিলেন এবং এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে দেশবাসীকে নানা প্রকার পরামর্শ ও উপদেশ দিলেন । কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা এ নিয়ে হাসি-ঠাট্টা এবং হৈ চৈ শুরু করে দিল । এমনকি "পয়সা আখবারের" মত পত্রিকা লিখল—'মির্যা এভাবে লোকদেরকে ভয় দেখাচ্ছে। দেখবে, তার নিজেরই প্লেগ হবে ।'

পরিশেষে হযূর (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক কয়েক মাসের মধ্যেই পাঞ্জাবের বিভিন্ন এলাকায় প্লেগ ছড়িয়ে পড়ল । ১৯০১ সনের ১৮ই মার্চ তারিখে দেশবাসীর প্রতি সহানুভূতি স্বরূপ তিনি আরও একটা ইশ্‌তেহার প্রকাশ করেন । তিনি তাদেরকে খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করার এবং এক পবিত্র পবিবেশ সৃষ্টি করার অনুরোধ জানান । তিনি তাদেরকে হাসি-ঠাট্টা করা থেকেও বিরত থাকার পরামর্শ দেন । খোদাকে ভয় করার জন্যও অনুরোধ করেন তিনি । কিন্তু অতীতের বিরুদ্ধবাদীদের মত পাঞ্জাবের লোকেরাও তাদের হিতাকাঙ্খীকে অবহেলা করল এবং (নাউযুবিল্লাহ্) মিথ্যাবাদী ও দাজ্জাল বলে তাঁকে অস্বীকার করল । সুতরাং চার বৎসরের মধ্যে সারাদেশে প্লেগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল এবং হাজার হাজার লোক মরতে লাগল । এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে ইলহাম মারফত জানালেন— "ইন্নি উহাফেযু কুল্লু মান ফিদ্দারে ওয়া উহাফেযুকা খাস্‌সাতান" অর্থাৎ যারা তোমার ঘরের চার প্রাচীরের মধ্যে থাকবে তাদের হেফাযত করব এবং বিশেষভাবে তোমাকে হেফাযত করব । (তাযকেরা, ১৯৭৯ সংস্করণের ৪২৮-৪২৯ পৃষ্ঠা)।

এই ইলহামের প্রেক্ষিতে তিনি "কিশ্‌তিয়ে নূহ" নামক একখানা বিখ্যাত পুস্তক রচনা করেন এবং ব্যাখ্যা করেন যে, যারা তাঁর শিক্ষার ওপর পুরাপুরিভাবে আমল করবে তারাই তাঁর চার প্রাচীরের মধ্যের লোক এবং তাদের হেফাযত করা হবে । এ প্লেগ থেকে জামা'তের লোক এবং বিশেষ করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নিজ পরিবারের লোক কিভাবে রক্ষা পেয়েছিল এবং অন্যান্য লোক কিভাবে মারা গিয়েছিল, তদানিন্তন সরকারী দলীল-পত্রে এবং পত্র-পত্রিকা পাঠ করলে পাঠক সে সম্বন্ধে অবহিত হতে পারবেন । তিনি যে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে সত্য মা'মূর ছিলেন প্লেগের ঘটনা থেকে তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আরও বহু ঐশী নিদর্শন পূর্ণ হয়েছে । যেমন আব্দুল্লাহ্ আথম, আমেরিকার আলেকজাণ্ডার ডুই ও আহমদ বেগের মৃত্যু, প্রচণ্ড ভূমিকম্প, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ, রাশিয়ার জারের পতন ইত্যাদি । আরো বহু ঐশী নিদর্শন পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে, যেমন— তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ, রাশিয়ায় ইসলামের প্রসারতা, ইসলামের বিশ্ব-বিজয় ইত্যাদি । প্রবন্ধের কলেবর বাড়ানোর অবকাশ নেই বলে এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ থেকে বিরত থাকলাম । তবে ইদানিং কালের একটি ঐশী নিদর্শন বর্ণনা করার লোভ শামলাতে পারলাম না । হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নিকট ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী ইলহাম হলো— 'দেখো মেরে দোস্তো ! আখবার শায়া হো গিয়া' (তাযকেরা, ৫৮৯ পৃষ্ঠা)। এ ইলহামের অর্থ কি তখনও জানা যায়নি, তাযকেরার পৃষ্ঠায় তা সংরক্ষিত হয়ে থাকল । 'আল ফযল' আহ্‌মদীয়া জামা'তের একটি উর্দু দৈনিক পত্রিকা যা রাবওয়া থেকে বের হয় । প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের অর্ডিনেন্স মোতাবেক এ পত্রিকার প্রকাশনাকে বন্ধ করে দেয়া হয় । দীর্ঘ ৪ বৎসর পরে ১৯৮৮ সনের ২৮শে নভেম্বর এ পত্রিকার প্রকাশনা পুনরায় আরম্ভ হয় এবং ৮৬ বছর পূর্বের হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর উপরোক্ত ইলহাম সত্যে পরিণত হলো ।

এখনও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বহু ওহী-ইলহাম লিপিবদ্ধ রয়েছে তাযকেরার মধ্যে যা সময়ে পূর্ণ হয়ে তাঁর সত্যতাকে যুগে যুগে প্রমাণিত করতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্ । কিন্তু এর থেকে উপকৃত তারাই হয় যাদের খোদা-ভীতি এবং অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে । আল্লাহ্‌তা'লা সকলকে সত্য বুঝার তৌফিক দান করুন । আমিন ।